রূপশ্রীর
নিবেদন
শাঁখা সিঁদুর
Still Photo Service

● রূপশ্রীর ●

—নিবেদন—

শাঁখা সিঁদুর

কাহিনী : প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র

গীত-রচনা : মোহিনী চৌধুরী	চিত্র-পরিস্ফুটন : শৈলেন ঘোষাল
সুর-যোজনা : গোপেন মল্লিক	সম্পাদনা : কমল গাঙ্গুলী
চিত্রায়ণ : সুশান্ত মৈত্র	শিল্প-নির্দেশ : তারক বসু
শব্দানুলেখন : সমর বসু	দৃশ্য-সংগঠন : গোপী সেন
নৃত্য-পরিকল্পনা : মিহির কুমার	ব্যবস্থাপনা : বিমল ঘোষ

পরিচালনা : মনুজেন্দ্র ভঞ্জ

● সহকারীবৃন্দ ●

পরিচালনায় : সুনীল গাঙ্গুলী ও বটকৃষ্ণ দাস

চিত্রায়ণে : তারক দাস ও মুকুল রায়

শব্দানুলেখনে : দেবেশ ঘোষ ও নির্মল সেনগুপ্ত

রূপ-সজ্জায় : বসির, মুন্সী ও কেশর

চিত্র-পরিস্ফুটনে : শৈলেন চট্টোপাধ্যায়, ভোলা মুখোপাধ্যায়

গোপাল গাঙ্গুলী এবং সুবেশ রায়

তড়িৎ-নিয়ন্ত্রণে : নগেন ঘোষাল

ব্যবস্থাপনায় : সুবোধ পাল ও প্রফুল্ল বসু

● কালী ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে গৃহীত ●

Swapna Swapna Swapna

কাহিনী

পরেশবাবুর চাকরী গেছে মাথা খারাপ হবার সঙ্গে সঙ্গে। অর্থের অনটনে তাঁর মেয়ে নিভার কলেজে পড়া ছাড়তে হ'ল। উপার্জনের পথ বন্ধ ; চারিদিকে অভাব ও অনটন।

বাড়ী বদলে নিভারা উঠে এল নন্দবাবুর বাড়ীর একতলার একটি ছোট ফ্ল্যাটে। পাশের বাড়ীর উচ্ছৃঙ্খল জমিদার চঞ্চলের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে এটা হয়ে উঠল একটা প্রধান বাধা। তার অনেকদিনের নজর তরুণী নিভার উপর। অপরিণামদর্শী পুত্রের উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের পরিচয় পেয়ে তার বাবা একরকম তাকে বঞ্চিত করে পরিত্যক্ত সম্পত্তির গুরুভার অর্পণ করে গেছেন চঞ্চলের স্ত্রী লিলির উপর।

নতুন বাড়ীর মাত্র দুটি কামরা নিয়ে সুরু হ'ল নিভাদের দুঃখের জীবন। সে জীবন দুর্বহ হয়ে উঠেছে নানা দুশ্চিন্তা ও অর্থের অভাবে। যতদিন যাচ্ছে পরেশবাবুর মাথাও তত খারাপ হয়ে উঠছে।

১৩৫০ সাল।

চারিদিকে দুর্ভিক্ষ, হাহাকার। বুভুক্ষু জনতার মিছিল। দুর্দশার মাত্রা পূর্ণ করে তুলতে আবির্ভাব হ'ল কালাবাজারের। অর্থলোভী নর-দানবের গ্রাস থেকে কে এদের রক্ষা করবে ?

সমাজের এই অনাচার দমনের ব্রত উদ্‌যাপনে যে গুপ্ত-সংঘটি গড়ে উঠেছে কয়েকটি আদর্শবাদী যুবকের সমবেত প্রচেষ্টায়—বিনয় তাদেরই নেতা ও উপদেষ্টা। সে ছিল নন্দবাবুর দোতালার ভাড়াটে। একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে, নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে তরুণী নিভার সংগে পরিচয় হ'ল বিনয়ের। দুঃখ ও অভাবের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সমবেদনার স্বাভাবিক আকর্ষণে সে পরিচয় ক্রমশঃ হয়ে উঠলো নিবিড় থেকে নিবিড়তম। কিন্তু চঞ্চল তখনও নিভার আশা ছাড়েনি। দালাল হরিচরণের চক্রান্ত ও সাহায্যে সে নিভাকে বশ করার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠলো। কিন্তু তাদের কুমতলব সিদ্ধ হ'লনা। তাদের দুশ্চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে বন্দিনী নিভা মুক্তি পেল চঞ্চলের বাগান বাড়ী থেকে।

দালাল হরিচরণের কাছে ততদিন চঞ্চলের দেনা ভারী হয়ে উঠেছে।

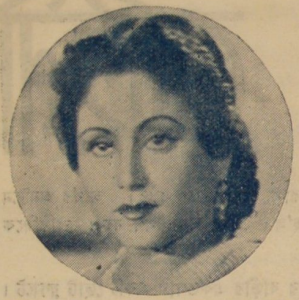

ব্ল্যাক-মেলের মাশুল গুণতে আজ তাকে হাত পাততে হ'ল স্ত্রী লিলির কাছে। কিন্তু পাপের আক্কেল সেলামী দিতে সে রাজী হ'ল না। হরিচরণ মামলা করল। কিন্তু লিলি যখন টাকা দিয়ে মামলা তুলে নিল—চঞ্চল তখন তার নাগালের বাইরে। সে আর বাড়ী ফিরল না

নিভার মা, নিভার সঙ্গে বিনয়ের বিবাহের প্রস্তাব তুললেন। কিন্তু সে প্রস্তাবে বিনয় সম্মত হ'ল না। দারিদ্র্যের অজুহাতে এবং স্ত্রীকে পালন করার অক্ষমতা তুলে বিনয় জানালো প্রতিবাদ। কোন কথাই নিভার অজানা রইল না। বিনয়কে ভুল বুঝতে দেরীও হ'ল না। ক্ষুব্ধ আত্মসম্মান ও আহত অভিমান নিয়ে সে রইল নীরব।

এদিকে পরেশবাবু তখন পূর্ণ উন্মাদ। পেটে জ্বলছে দুর্বিসহ ক্ষুধার দাবাগ্নি; অথচ বাড়ীতে কণামাত্র চাল নেই। পরেশবাবু ঝোঁকের মাথায় এমন একটি বীভৎস কাণ্ড করে বসলেন যার পরিণামে হল নিভা মাতৃহীন এবং পরেশবাবু বন্দী অবস্থায় আশ্রয় নিলেন সরকারী বাতুলালয়ে।

মা নেই, বাবা পাগলা-গারদে। নিভার জীবনে সুরু হ'ল চরম ট্রাজিডি। এমন সময় ডাক এল লিলির কাছ থেকে। সে ডাকে সাড়া দিতে হ'ল নিভাকে। নিভা তখন চাকরীর চেষ্টায় প্রায় মরিয়া হয়ে উঠেছে। আশ্রয় পেলেও সে অকারণ গলগ্রহ হ'য়ে থাকবার

বিরোধী। চাকরীর জন্য সাহায্য করতে একদিন বিনয় এল এগিয়ে কিন্তু নিভার অভিমান তখনও ভাঙ্গেনি।

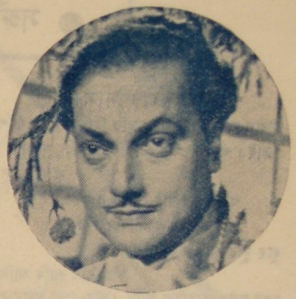

অনাচার-দমনের আইন নিজের হাতে নেওয়ায় সরকারের বিষদৃষ্টিতে পড়ে বিনয় পড়ল ধরা। বিচারে তার হ'ল ছ' মাসের জেল। নিভার কাছে সে খবর পৌছুল না। সে তখন চাকরী খুঁজে বেড়াচ্ছে কিন্তু আত্মসম্মান বজায় রেখে কোথায়ও কাজ করবে এমন জায়গার সন্ধান সে পেল না।

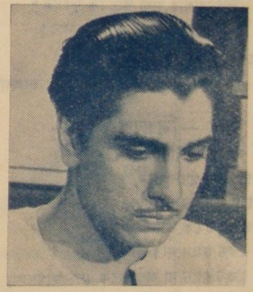

ততদিনে লিলির স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছে। কোথায় চঞ্চল? কে তাকে দেবে সান্ত্বনা?

স্বামী-সোহাগবঞ্চিতা দুর্ভাগা পত্নীর জীবনে আবার কি ফিরে আসবে মিলন-পূর্ণিমা? লিলি কি ফিরে পাবে তার হারাণো স্বামীকে?

আর নিভা? তার অভিমান মেটাবে কে? তাদের ভুল বোঝার পালা শেষ হবে কবে? তাদের মিলিত প্রাণের স্পন্দনে জগৎ কি কোন দিন আবেগ-মধুর হয়ে উঠবে না?

ভাগ্যের হাতে অসহায়ের মত যে নিজেকে কোনদিন সমর্পণ করেনি, তার জীবনের সাধনা ও পুরুষকার বোধ করি কোনদিনই ব্যর্থ হয় না। তাই বিনয়ের জীবনের চমকপ্রদ পরিণতি যে রহস্যের অন্তরালে আত্মগোপন করে আছে—আলোচ্য কাহিনীর বিস্ময়কর সমাপ্তি সেই কথাই প্রকাশ করবে।

সঙ্গীতাংশ

—লিলির গান—

জীবনে আমার কেঁদেছিল বুঝি মিলন রাতের বাঁশি!
(তাই) আজও মোর চোখে ঝরে জল, মলিন
মুখের হাসি।
গান গেয়ে যাই বেদনা লুকাতে,
চাই আঁখিজল আঁখিতে শুকাতে;
দূরে দূরে রাখে তবু তারি পাশে
ছায়া হয়ে আমি আসি।
মধুর স্বপন চেয়েছিনু আমি, ভেঙে গেল ঘুমঘোর;
আশার মুকুল ফোটেনি তো হায় জীবন-লতায় মোর।
নিরাশার ব্যথা কভু কি ঘুচাবে?
মরুর পিয়াসা কভু কি জুড়াবে?
বারে বারে কিগো অবহেলা পাব
যত তারে ভালবাসি?

—নিভার গান—

আনন্দ যে বাঁধ মানে না।
জাগে ছন্দ গানে গানে,
জাগে গন্ধ ফুলের প্রাণে;
এত অমৃত কে আনে
কেউ জানে না।
কেউ জানে না অন্তরে কে ঢেউ জাগালো,
কোন্ আলো মোর মনের কোণে রঙ্ লাগালো।
যার নাম ধরে গায় পাখি,
আজ আল্‌পনা তার আঁকি
চোখে সেই অজানার ছায়া দোলায় মায়া,
ঘুম আনে না।

—নিভার গান—

সবি যেন মনে হয় ছলনা।
এই হাসি এই খেলা, এ যেন সাজানো মেলা,
এখানে হৃদয় কোথা বলনা।
আলো নাই দীপালীর দীপ-মালাতে,
অনল-জ্বালায় শুধু চায় জ্বালাতে;
(জানি) ধনিকের ক্ষণিকের খেলার পুতুল
নিরুপায় যত ভীরু ললনা।

চারিদিকে মায়াজাল জড়ানো,
দূরে যদি যেতে চাই যাবার উপায় নাই,
সোণার শিকল পায়ে জড়ানো!
স্বপন-কাজল মোর চোখে বুলায়ে,
ভেবেছ কি পথ মোর দেবে ভুলায়ে?
(তবে) জেনে রাখ কোন মোহে,
কোন সুখ-সমারোহে,
আমারে ভোলানো আজো হোল না।

—বেকার দম্পতীর গান—

স্ত্রী—না, না, মানবো না আর স্বামীর শাসন
মানবো না।
পু—যাওনা তোমার যেথায় খুসি, আঁচল ধরে
টানবো না।
স্ত্রী—তোমরা এবার রান্না করো,
আমরা যাব চাকরিতে!
পু—চাকরিতে নয় (বুঝলে?) যাচ্ছ বোধ হয়
অফিস বাড়ী ঝাঁট দিতে।
স্ত্রী—(শুধু) তোমরা জান কলমবাজি,
আমরা বুঝি জানবো না?
না, না, মানবো না আর স্বামীর শাসন
মানবো না।
ঘুরবো এবার ট্রামে-বাসে মার্কেটে
আর ময়দানে।
পু—ভেউ ভেউ কাঁদবে যখন ধরবে চেপে শয়তানে।
স্ত্রী—কাঁদবো কেন? আমরা এখন
কোন্ বিষয়ে হার মানি?
পু—গায়ে তো নেই একফোঁটা জোর,
মুখেই শুধু তড়পানি!
কেঁদে কেঁদে মরবে, তবু হাত ধরে আর
আনবো না।
স্ত্রী—ভয় কি তাতে? আমরা স্বাধীন,
নই গো ভীরু আনমনা।

কুশীলব

নিভা	...	সন্ধ্যারাণী
বিনয়	...	দীপক মুখোঃ
গিরিজা শংকর	...	ছবি বিশ্বাস
পরেশ	...	নরেশ মিত্র
ঐ স্ত্রী	...	নিভাননী
লিলি	...	মলিনা
চঞ্চল	...	ধীরাজ ভট্টাচার্য
নন্দ	...	তুলসী চক্রবর্তী
হরিচরণ	...	হরিধন মুখোঃ
রামু	...	মহীতোষ চট্টোঃ

অন্যান্য ভূমিকায়

নিরুপমা, কমলা দেবী, আশা বসু, শীলা নেহেরু, মায়ারাণী সরকার, কঙ্কা, পূর্ণিমা (ছোট), কালী গুহ, উপেন চট্টোপাধ্যায়, সন্তোষ দাস, মণি শ্রীমানী, সুধীর উপাধ্যায়, গোপাল দে, শৈলেশ ভড়, অমিয় ভাদুড়ী, সুবল দত্ত, রবীন বন্দ্যোঃ, পুলিন মুখোঃ, নকুল দত্ত, কিশোরী পাইন, পাহাড়ী ঘটক, ভরেশ বাগচি, সুধীর কুমার, অরুণ মিত্র, বটকৃষ্ণ দাস, অশ্বিনী তেওয়ারী, লক্ষণ সিং, স্মর দীর্ঘাঙ্গী ও মিহির কুমার।

রবীন্দ্র নগর

বালিগঞ্জ বিল্ডিং সোসাইটী লিঃ হুগলী জেলায় বিশ্বকবির নামানুসারে 'রবীন্দ্র নগর' নামে একটি নূতন সহর পত্তনের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়াছেন। ইহা কলিকাতা হইতে মাত্র ২২ মাইল দূরে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের পার্শ্বে হুগলী ও চুঁচুড়া ষ্টেশনের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। সহর হইতে গঙ্গা এক মাইল দূরে। আধুনিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের সকলপ্রকার সুব্যবস্থার সমাবেশে ইহা একটি স্বাস্থ্যকর স্থানে পরিণত হইবে। সহর পরিকল্পনায় প্রায় ২৫০০ জমির প্লট আছে। প্লটগুলি পাঁচ হইতে দশ কাঠা পরিমিত বিভিন্ন আয়তনের এবং বাঙ্গলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রয়োজনের উপযোগী। বর্তমানে কোম্পানীর নিয়ম অনুযায়ী প্লটের জন্য নাম রেজিষ্টারী করা হইতেছে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য যে কোন দিন বেলা ১০টা হইতে বৈকাল ৪টার মধ্যে সাক্ষাৎ করুন বা পত্র লিখুন।

ডিরেক্টার

ডাঃ এস্, এন, সিংহ

বালিগঞ্জ বিল্ডিং সোসাইটি লিঃ

ওআর্কস অফিস: ৩, ডোভার লেনঃ কলিঃ২৯

ফোন: পি কে ১৯৬

রূপশ্রীর শাঁখা-সিঁদুর

একমাত্র পরিবেশক: রূপশ্রী ডিষ্ট্রীবিউটার্স

আলেয়া সিনেমা বিল্ডিং: রাসবিহারী এভিনিউঃ কলিঃ ১৯

২২০-এ রাসবিহারী এভিনিউঃ কলিকাতা, রূপশ্রী লিমিটেডের পক্ষ হইতে প্রচার-সচিব সুধীরেন্দ্র সান্যাল কর্তৃক সম্পাদিত এবং প্রকাশিত। ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ, ১-এ, ঠাকুর ক্যাশেল ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

দাম—দু' আনা